দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ: ... পৃঃ ৬ কলাম ২

তারুণ্য

সেশন জট ও সন্ত্রাসের কারণে বিদেশের প্রতি আগ্রহী মেধাবীরা

রেজানুর রহমান ॥ মেধাবীদের অংশগ্রহণ ছাড়া দেশের উন্নয়ন, অগ্রগতি সম্ভব নয়। অথচ মেধাবী তরুণ-তরুণীদের অনেকেই দেশে থাকতে চায় না। সেশনজট, সন্ত্রাসসহ নানা কারণে মেধাবী তরুণ-তরুণীদের বিদেশমুখী স্রোত দিনে-দিনে ভয়ংকর রূপ ধারণ করছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, শুধু ভারতের বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বছর ২৫ হতে ৩০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়। কেজি, নার্সারী ক্লাসে পড়ার জন্য ভারতে যাচ্ছে দেশের শিশুরা। গত কয়েক বছরের এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় মেধা স্থান অধিকারী ছাত্র-ছাত্রীদের বিরাট অংশ দেশের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়নি। তাদের অনেকেই ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

(১৫শ পৃষ্ঠায় ২-এর কঃ দ্রঃ)

তারুণ্য

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পড়াশুনা করছে।

দেশের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতি বছর ভর্তি সংকট দেখা দিলেও বোর্ডের পরীক্ষায় শীর্ষস্থান দখলকারীরা সাধারণতঃ দেশে পড়াশুনা করার আগ্রহ দেখায় না। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, সেশনজট, শিক্ষার মানের অবনতির কারণে দেশের প্রতি মেধাবীদের এই অনাগ্রহ দেখা দিয়েছে। কখনও কখনও ছাত্র-ছাত্রীরা অনিচ্ছায় বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ করে সদ্য এইচএসসি পাস একজন মেধাবী ছাত্র বললেন, আমি ছোট বেলা থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু বর্তমানে পারিবারিক সমর্থন পাচ্ছি না। শুধু আমার পরিবারেরই সদস্য নয়, আত্মীয়-স্বজন সকলেই আমাকে বিদেশে পড়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। বলছেন, এই দেশে থেকে কি করবে? বিদেশে যাও দেখবে ভবিষ্যৎ খুলে যাবে। শিক্ষাঙ্গনে সেশনজট, সন্ত্রাসের কারণে একজনের দেখাদেখি অন্যজন বিদেশে পড়ার আগ্রহ দেখাচ্ছে। ঢাকাস্থ বিভিন্ন দূতাবাসে প্রায় প্রতি মাসেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভিসার জন্য লাইনে দাঁড়ায়। সর্বত্র ভিসা পাওয়ার চিত্র এক নয়। তবুও হারতে নারাজ বিদেশমুখী ছাত্র-ছাত্রীরা। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, প্রতি বছর বিভিন্ন স্তরে ৫০ হাজারেরও বেশী ছাত্র-ছাত্রী বিদেশে পড়তে যাচ্ছে। তাদের অনেকেই দেশে ফিরে আসে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ এ ব্যাপারে অবহিত রয়েছেন। কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। একজন মেধাবী ছাত্র প্রশ্ন তুলেছেন, পাশের দেশ ভারতে তার একাধিক বন্ধু পড়াশুনা করে। তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেশনজট নেই। সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের জন্য কখনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয় না। বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কি এই পরিবেশ আসবে না? একজন অভিভাবক বললেন, ইদানীং ভারতের বিভিন্ন শহরে বাংলাদেশের শিশুদেরকেও পড়রাশুনার জন্য পাঠানো হচ্ছে। এই চিত্র দেশের জন্য কতটা সুখকর